DEC. 30 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩....

অভিনব বই জালিয়াতি

কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠান খেলাপি শুকতারার বই এনে জমা দিয়েছে বোর্ডে

শামীমা বিনতে রহমান : আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান বই না ছাপিয়ে চলতি শিক্ষাবর্ষের বই খেলাপি বেক্সিমকোর শুকতারা প্রিন্টার্সের ছাপানো বই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিজস্ব প্রকাশনা হিসেবে ২৪ ডিসেম্বর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জমা দিয়েছে। এডজাস্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামক প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বেও বই জালিয়াতির চেষ্টা করে ধরা পড়া সত্ত্বেও বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার সহায়তায় পুনর্বার জালিয়াতির চেষ্টা করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবারের বই ছাপানোয় বেক্সিমকোর ৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাব কনট্রাক্ট এবং এজেন্ট হিসেবে কাজ করা ৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়ায় প্রাথমিকের বিপুলসংখ্যক বই জালিয়াতির আশঙ্কা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ইতিপূর্বে গত ১২ ডিসেম্বর জালিয়াতি করে শুকতারার পুরোনো বইকে নতুন বই হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার কারণে এডজাস্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রাপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করে। সূত্র মতে, এরপরও বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তার অসাধু কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ২৪ ডিসেম্বর ঐ প্রতিষ্ঠান পুনর্বার বই জালিয়াতির চেষ্টা চালায়।

বোর্ড সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ডিসেম্বর এডজাস্ট ট্রেড শুকতারার সিল দেওয়া পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই সরবরাহের জন্য বোর্ডের ভাণ্ডার কর্মকর্তা মোঃ আমানুল্লাহর কাছে যান। ভাণ্ডার কর্মকর্তা বই জমা রাখার প্রক্রিয়া হিসেবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নুরুল হক খানকে জানান। উৎপাদন নিয়ন্ত্রক রিসিভিং কপি ছাড়াই বই গুদামে রাখার জন্য ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।

বোর্ড সূত্রে আরো জানা যায়, নিয়মনীতি উপেক্ষা করে রিসিভিং কপি ছাড়া অবৈধভাবে পুরোনো বই রাখার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ২ জন কর্মকর্তার মধ্যে উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নুরুল হক খানকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাণ্ডার কর্মকর্তা মোঃ আমানুল্লাহকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

অভিনব বই জালিয়াতি

● প্রথম পাতার পর

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক স্তরের বই প্রকাশনার কার্যক্রম বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বোর্ড প্রাথমিকের ৩৩টি বই প্রকাশের জন্য প্রথমে ৪ কোটি ৭৩ লাখ বইয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংশোধনের ঘোষণা দিয়ে ৩৮ শতাংশ পুনঃব্যবহারের জন্য নির্ধারিত বইও ছাপার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৮টি বিষয়ের ১ কোটি ৩১ লাখ বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলেও বাকি সংশোধনবিহীন ২৫ শতাংশ বই কতো সংখ্যক ও কিভাবে ছাপানো হবে বা না ছাপিয়ে অন্য কোনোভাবে সেগুলো সংগ্রহ করা হবে কিনা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তই বোর্ড নেয়নি। ফলে এই বইগুলোই জালিয়াতি হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি।

বই জালিয়াতির ব্যাপক আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রকাশকরা জানান, প্রাথমিকের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ এই ৮টি বই ছাড়া বাকি ২৫টি বইয়ের সরবরাহ বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সিদ্ধান্ত না নিলে জালিয়াতি হবেই।

প্রকাশকরা জানান, এই শিক্ষাবর্ষে বেক্সিমকোর শুকতারার এবং ফ্রিপ্রেস প্রাথমিকের বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ৬০ লাখ বই সরবরাহ করেনি। এই বইগুলো কোথায় কিভাবে আছে তাও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চিহ্নিত করেনি। ফলে এই বইগুলো নতুন মলাটে ব্যবহার করবে জালিয়াতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

প্রকাশকরা বলেন, জালিয়াতি ঠেকাতে হলে অবশ্যই ঐ বইগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।